Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মাসিক

মূল্য ঃ ২ টাকা

Vol : X Issue : VI, 15th, September, 2021 আশ্বিন, ১৪২৮, বার্ষিক মূল্য ২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

'আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি পূজার সময় এল কাছে'— কিন্তু করোনাও যে পিছু পিছু আসে। তাই এবারেও মনে হয় গৃহবন্দি থাকতে হবে। তবুও গতবারের চেয়ে পরিস্থিতি আপাতদৃষ্টিতে ভালো। সবকিছু ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে। কিন্তু করোনা জুজুর ভয় দেখিয়ে বয়স্ক নাগরিকদের যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাই করা হয়েছিল, রেল বা বিমান ভ্রমণের যাত্রীভাড়ায় ছাড় ইত্যাদি, সেগুলো আর ফিরে এলো না। কারণ দেশের সরকার এখন জমিদারের বাউন্ডুলে ছেলের মতন পারিবারিক সম্পদ (দেশের রেললাইন, হাইওয়ে, রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর, ব্যাংক, এলআইসি ইত্যাদি) বিক্রি করতেই ব্যস্ত।

রোগের ভয়ে মানুষ যুথবদ্ধ হতে ভুলে গেছে। অর্জিত অধিকার ফিরে পেতে আবার আমাদের যুথবদ্ধ হতে হবে।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিয়ম কানুন মেনে চলুন।

চিরস্মরণীয়া নিবেদিতা

মণীন্দ্রনাথ আশ

তিনি ভারত সেবায় নিবেদিত হয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছিলেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। এই বিদেশিনী আধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষের প্রাণ সত্তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন আত্মিক যোগসূত্র। এদেশের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, কলা ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়বস্তু। আবেগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষকে বলতেন "নিজের দেশ"।

স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে (১৮৯৩) ভারত যাতনার মর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব জয় লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ইংল্যান্ড যান, বক্তৃতার মাধ্যমে সেখানে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মহান বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে। নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি ১৮৯৫ সালে সিসেম ক্লাবেও বক্তৃতা দেন। সেখানে সেদিন সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন ২৮ বছরের সত্যানুসন্ধানী মার্গারেট নোবেল। স্বামীজিকে রীতিমত পরখ করে নেওয়ার জন্য তিনি ওই সভায় নানান প্রশ্নবাণ নিক্ষেপে উত্তর আদায় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কে এই মার্গারেট নোবেল, কি তাঁর পরিচয়?

উত্তর আয়ারল্যান্ডের টাইরণ প্রদেশের ডানগ্যালন শহরে রেভারেন্ড জন নোবেলের পুত্র স্যামুয়েল রিচমন্ড। তিনি বিবাহ করেন মেরি ইজাবেল হ্যামিলটনকে। মার্গারেটের জন্মের আগে তাঁর মা ইজাবেল মানত করেন, তাঁর সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলে, সেই শিশুকে তিনি দেবতার কাজেই উৎসর্গ করবেন। ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল জন্ম নিলেন। অল্প বয়সেই পিতৃহীন মার্গারেট শিক্ষা

শেষ করেই সংসারের হাল ধরতে স্কুলে শিক্ষিকার কাজে যুক্ত হলেন। কাজের সূত্রেই লন্ডনের উইম্বলডনে থাকতে শুরু করেন তিনি। আধ্যাত্মিক পিপাসার কারণে, বুদ্ধদেবের জীবনী আগ্রহের সঙ্গে পড়তে থাকেন তিনি। বুদ্ধের পবিত্র জীবনে আকৃষ্ট হলেও মনের চাহিদা রয়ে গেল অপূর্ণই। ঠিক এই সময়েই ওয়েষ্ট এন্ডের সভায় স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন পান তিনি। স্বামীজির প্রাণবন্ত কথায় যেন খুঁজে পেলেন জীবনের নতুন দর্শন। মুহূর্তে পরিবর্তিত হল তাঁর জীবনের গতিবেগ। তিনি এতটাই উৎফুল্ল হয়ে পড়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে তিনি লিখেছেন— "মনে করো, যদি সে সময় স্বামীজি লন্ডনে না আসতেন? জীবনটাই নিরর্থক হয়ে যেত, কারণ আমি সবর্দাই জানতাম, আমি এক সম্ভাবনার প্রতীক্ষায় আছি। সবসময় বলে এসেছি, একটা আহ্বান আসবেই, আর সত্যই সে আহ্বান এল।' তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নেন, ভারতবর্ষকে তাঁর কর্মভূমি রূপে চিরতরে গ্রহণ করে, ইংল্যান্ড ত্যাগ করার।

২৯.৭.১৮৯৭ সালে স্বামীজি আলমোড়া থেকে মার্গারেটকে এক পত্রে লেখেন—"ভারতের কাজে তোমার একটা বিরাট ভবিষ্যত রয়েছে। ভারতের বিশেষত নারী সমাজের জন্য ... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী যাকে ভারতের প্রয়োজন। কিন্তু বিঘ্নও আছে বহু, এদেশে ভীষণ দুঃখ, কি কুসংস্কার, কি দাসত্ব—সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না—তাছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মত। দক্ষিণে তো সবসময় আগুনের হল্কা। শহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দের অভাব। এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর, স্বাগত তুমি, শতবার স্বাগত।" স্বামীজির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই অগ্নিকন্যা একদিন হবে মুক্তির দূতী।

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। তিনি মিস যোসেফিন ম্যাকলাউডের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করে যাত্রা করলেন কলকাতার পথে, "মোম্বাথা" নামক জাহাজে। ২৮.১.১৮৯৮ তারিখে এসে অবতরণ করে দেখেন স্বাগত জানাতে স্বয়ং স্বামীজি দাঁড়িয়ে আছেন। গুরুর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন মার্গারেট। যাঁর একান্ত আহ্বানে তাঁর ভারতবর্ষে আসা, তিনি নিজে তাঁকে নিতে এসেছেন দেখে মনটা খুশিতে ভরে গেল।

কলকাতায় এসে প্রথমে চৌরঙ্গীর একটি হোটেল, ও পরে বেলুড়ে গঙ্গাতীরে মিশনের একটি পুরনো বাড়িতে কাটিয়ে পাকাপাকিভাবে উত্তর কলকাতার ১৭ নং বোসপাড়া লেনের—'ভগিনী নিবাস' নামে এক ভাড়া বাড়িতে থাকতে লাগলেন। মার্গারেটের জীবনে "আঠাশ বা টোয়েন্টি এইট" সংখ্যাটি কাকতালীয়ভাবে ঘুরে-ফিরে আসতে দেখা যায়, যেমন—তিনি জন্মেছেন ২৮ তারিখে, কলকাতায় এলেন—২৮ তারিখে, আর স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের দিনটিও ছিল আবার ২৮ তারিখ।

কলকাতায় পদার্পণের বেশ কয়েকদিন পরেই স্বামীজি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যান মা কালী দর্শনে, কালীঘাটে। সেদিন সেখানে কিছু বক্তব্যও রাখেন। তা নিয়ে বিরূপ সমালোচনাও হয়। প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতা একজন বিদেশিনী হিসাবে খুব একটা মধুর হয়নি। এরপর স্বামীজি নানাভাবে শিক্ষার মাধ্যমে তাঁকে গড়ে তুলতে থাকেন। মার্গারেট এবার কালীচর্চায় একাগ্রচিত্তে মগ্ন হলেন। কালী ভাবনা মার্গারেটের আত্মীক তৃষ্ণা নিবারণ করেছিল। তাঁর উপলব্ধি—তিনি তো মহাকালীরই এক নন্দিনী। সে শিক্ষার ফল স্বরূপ কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এ্যালবার্ট হলে মার্গারেট এবার "মা কালী" বিষয়ে এমন এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন, যা

শুনে তৎকালীন বিদ্বজন সমাজ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তারই সূত্র ধরে আবার কালীঘাট মন্দিরের সেবায়েতদের আহ্বানে ও ব্যবস্থাপনায়, ২৮ মে, জনাকীর্ণ নাটমন্দিরে যে ভাষণটি দেন তা একাধারে যেমন ঐতহাসিক তেমনি মর্মস্পর্শী। সেই ভাষণটির অসংখ্য কপি ছাপিয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন।

এরই মাঝে স্বামীজি তাঁকে নিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। ফিরে এসে শিব পূজা করিয়ে "ব্রহ্মচর্য ব্রতে" দীক্ষিত করেন। পরে একদিন বুদ্ধদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান শেষে মার্গারেটের নাম দিলেন—"নিবেদিতা"।

বিবেকানন্দের পরিব্রাজন বিষয়ে আমরা সবাই অবগত আছি। নিবেদিতা সেই পথেই ভারত-আত্মার সন্ধান লাভ করেছিলেন। শুধু কী তাই রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি শিলাইদহে গিয়ে বাংলার পল্লীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন।

একদিন নিবেদিতা শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সাক্ষাত লাভ করেন, শ্রীমাও তাঁর আদরের "খুকি"-কে পরম স্নেহে আপন করে নেন। নিবেদিতা তাঁর সেই অনুভূতি দিনপঞ্জীতে লিখেছেন—'day of day'—জীবনের সেরা দিন। শ্রীমার বাড়িতে প্রায়ই ভক্তিগীতির আসর বসত। নিবেদিতা ছিলেন রামপ্রসাদী গানের ভীষণ ভক্ত। তিনি বাংলা শিখেছিলেন, অনেকগুলি গান তিনি অনুবাদ করেছিলেন। তারই একটি—

'কেন মিছে মা মা কর মায়ের দেখা পাবে নাই
থাকলে আসি দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নেই'।
"Mind, stop calling Mother, Mother!
Don't you know she is dead?"

স্বামীজির নির্দেশ মতো এবার আরও দ্রুত শিখে নিতে থাকেন এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি। ভারতীয় রীতি-নীতিকে তাঁর সহজাত দক্ষতায় আত্মস্থ করে নেন। তাঁর রচিত—'The Master as I saw him' গ্রন্থটিতে গুরুর সান্নিধ্যে তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমির পরিচয় পর্বের নানা কাহিনী বিবৃত রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকীর্তির নবোত্থানকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। তাই অযত্নে লুপ্তপ্রায় সৃষ্টিসমূহকে পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নন্দলাল বসু ও অসিত কুমার হালদারকে অজন্তার ভাস্কর্যের প্রতিলিপি অঙ্কন করে আনতে পাঠিয়ে ছিলেন।

১৮৯৯ সালে কলকাতায় প্রথম প্লেগ রোগ দেখা দেয়। নিবেদিতা প্লেগ রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন অক্লান্ত ভাবে। এই সময়েই বস্তিবাসীদের একটি শিশুসন্তান তাঁর কোলে শুয়ে মারা গেল। শিশুটি নিবেদিতাকে মা মনে করে সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরেছিল। শুধু তাই নয় এলাকায় জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজে হাত লাগালেন। এর কিছুদিন পরে খবর পেয়ে ছুটে গেলেন বরিশালে, বন্যা-দুর্যোগে পীড়িত অসহায় মানুষদের মাঝে।

নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে বাগবাজারে গড়ে তোলেন একটি বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু অর্থাভাবে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় স্কুলটি। নিবেদিতা অর্থ সংগ্রহ করে আবার চালু করেন।

এই সময় স্বামীজির শারীরিক অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। নিবেদিতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বিশ্ববিখ্যাত হস্তরেখাবিদ কিরোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে গুরুর কোষ্ঠী বিচার করিয়েছিলেন। পরে একথা জানতে পেরে, গুরুর কাছে সমালোচিত হন। কারণ স্বামীজি এসবে বিশ্বাস করতেন না।

১৯০২ সালে অসুস্থ স্বামীজি বোসপাড়ার স্কুলটি পরিদর্শনে এলেন। সবকিছু দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে আশীর্বাদ করেন নিবেদিতাকে, সেই দিনটিও ছিল ২৮ জুন। এর কয়েক দিন পরেই স্বামীজির হঠাৎ প্রয়াণ, নিবেদিতাকে অভিভাবকহীন করে দিল। আর একজন বিদেশী শিষ্যা ম্যাকলাউডকে

লিখলেন—প্রিয় প্রভু চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। জীবনের সান্ধ্য সংগীত এসে থামল। ধরিত্রীর বুকে নামল এক নীরবতা।

তিনি প্রায়ই বলতেন—ভারতের আরও যেসব মহান ব্যক্তি আছেন, ভারতের সেবার দ্বারাই তাঁরা মহান। স্বামীজি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিও তিনি ছিলেন সশ্রদ্ধ, আর রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অভিহিত করেছেন—"লোকমাতা" বলে। আর একজন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। বিদেশে তাঁর প্রতি অন্যায়-অবিচার হলে, তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। জগদীশ বসু ও তাঁর স্ত্রী অবলা বসুর গৃহ ছিল অবারিত দ্বার। বিজ্ঞানী বসুর সাধনালব্ধ গবেষণার উপর ছিল তাঁর শ্রদ্ধা ও মমতা। এদিকে নানা কর্মযজ্ঞে ব্যতিব্যস্ত, নিবেদিতা স্কুলের কাজে সময় দিতে পারছিলেন না। ঠিক এই সময় সিস্টার ক্রিষ্টিন এসে পড়ায়, তাঁর হাতেই ছেড়ে দেন স্কুল পরিচালনার ভার। নারীশিক্ষা আন্দোলনের মহৎ কর্ম সাধনের মধ্য দিয়ে শুধু সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের চরমপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে তিনি গুপ্তভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর আহ্বান—"জীবন, জীবন, জীবন—আমি জীবন চাই। আর জীবনের একমাত্র প্রতিশব্দ হল স্বাধীনতা। তা না থাকলে মৃত্যুও শ্রেয়।" নিবেদিতার দৃঢ় মানসিকতা, স্বদেশ প্রেম আর জাতীয়তাবোধ তৎকালীন যুব সমাজকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসাহিত করে। বেশ কিছু বিপ্লবী নিবেদিতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, তাঁদের স্বপ্ন পূরণের নির্দেশ নিতে। তাঁর আবেদনে অরবিন্দ ঘোষকে চন্দননগরে মতিলাল রায় আত্মগোপনে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁর উপর পুলিশের দৃষ্টি ছিল। তিনি লর্ড কার্জনের চক্ষুশূল ছিলেন, কারণ তার ধারণায়, বিপ্লবীদের বাড়বাড়ন্ত কাজকর্মের পিছনে, নিবেদিতার মদত ছিল। স্বামীজি চাইতেন মিশন রাজনৈতিক পরিবেশ মুক্ত থাকুক। এই কারণেই স্বামীজির মৃত্যুর পর মঠের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারিক জীবনে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন মিশনের সভাপতি। তাঁরই নির্দেশে নিবেদিতা অবশেষে সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন, তাঁর কথা বা কাজের জন্য অতঃপর মিশন দায়ী নয়। যদিও তা ছিল নিতান্তই বাহ্যিক ব্যাপার মাত্র। ভারতের জাতীয় পতাকা কেমন হবে? সম্ভভত তিনিই প্রথম ভাবনা-চিন্তা করেন। তাঁর মতে, বজ্র চিহ্নটিই থাকুক পতাকার মাঝখানে, কারণ প্রতীকটি ত্যাগের ঐতিহ্য বইছে। যদিও জাতীয় পতাকায় স্থান পায়নি, কিন্তু 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' সমাদরে স্বগৌরবে আজও উজ্জ্বল উপস্থিতি।

প্রায়ই অর্ধাহারে থেকে তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছিল। বয়স হয়েছে ৪৪। বুঝলেন দিন ঘনিয়ে আসছে। তড়িঘড়ি ৭.১০.১৯১১ তারিখে তিনি উইল করে তাঁর সমস্ত সম্পদ ভারতীয় নারীদের স্বার্থে ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। তিনি বার বার দধিচির মহান আত্মত্যাগের কথা বলতেন। ১৯১১ অক্টোবরে দার্জিলিং গেলেন ডঃ বসুর পরিবারের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তাঁদের বাড়িতে। সম্ভবত তিনি পরপারে যাত্রার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, তাই যাত্রার আগে যোগীনমার কাছে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন—তিনি আর ফিরে আসবেন না। দার্জিলিংয়ে এসে তিনি এক জটিল আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা বা সেবা শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি না থাকলেও শেষ রক্ষা হল না। ১৩.১০.১৯১১ তারিখে বেলা চারটে, অন্তিম সময়ে বললেন—"The boat is sinking, but I shall see sunrise"। ভোরের আলো তাঁর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি চির নিদ্রায় ঢলে পড়লেন। তাঁর অন্তিম প্রার্থনাটি যেন এক মৃত্যুঞ্জয়ী অমরাত্মার বাণী। শোকস্তব্ধ ভারতবর্ষের সঙ্গে শ্রীশ্রীমাও শোক প্রকাশ করলেন—"যে হয় সুপ্রাণী, তাঁর জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।"

আজকের স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন

ধারায় নিবেদিতা আমাদের ...ছ ত্যাগের এক লুপ্ত দৃষ্টান্ত। নিবেদিতা আজ স্মৃতি হলেও বাঙ্ময় তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতিতে তাঁর মহত্ত্ব ও ত্যাগধর্ম আমাদের ঐতিহ্যগত অমূল্য সম্পদ। তিনি চিরস্মরণীয়। নিবেদিতার ১৫০তম জন্মবর্ষে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

i) নিবেদিতা লোকমাতা
ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু (৩য় খণ্ড)
ii) ভারত সেবিকা নিবেদিতা
স্বামী আত্মবোধানন্দ
iii) নিবেদিতা
আমি এই দেশেরই মেয়ে
মৃদুলকান্তি ধর—সুখী গৃহকোণ ১.১১.১৬
iv) ও অন্যান্য প্রবন্ধাবলী
v) ব্রহ্মযোগিনী নিবেদিতা (পুরশ্রী)
পীযূষকান্তি রায়

উল্টা পুরাণের দেশে

মৃণাল দত্ত

উল্টা পুরাণের দেশে
ভোগের সুখ শয্যায় শুয়ে বসে
স্বপ্নে বিভোর থাকে মান্য মানুষজন
গেরুয়া বৈরাগ্য ছুঁড়ে দিয়ে
শাসকের গদিতে আসীন তারা
ছাত্র ছাত্রীর রক্তে হা হা হাসে
কখনো চায়ের চাতালে বসে
মহানন্দে সূর্যগ্রহণ দেখে
লক্ষ টাকার সানগ্লাস চোখে
এদিকে নদীতীরে লাশ ভেসে যায়
করুণ নয়নে

উল্টা পুরাণের দেশে
মহাজ্ঞানী মহাজন অস্পৃশ্য! এখানে
বাল্মিকী রামায়ণ লেখা ছেড়ে
ছুটে যায় অরণ্য গভীরে
খুঁজে নেন ঘাতক ত্রিশূলের ডাকাত জীবন।

দুই হুজুরের গপ্পো—৩ নং কাল্পনিক সংলাপ

বসুরায়চৌধুরী

২য়।। ধন্য ধন্য মাননীয়া/তোমার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'/ অতুলনীয়া।

১ম।। কী রে সকাল থেকে কবিতা আওড়াচ্ছিস! পেট গরম হল নাকি?

২য়।। পেট গরম কেন হবে? তোদের মাথা গরম হবে!

১ম।। আরে মাথা আমার অত সহজে গরম হয় না। আচ্ছা, তুই লক্ষ্মীকে চিনিস?

২য়।। সত্যিই তোর মাথা গরম হয়েছে। হচ্ছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের' কথা, নিয়ে এলি লক্ষ্মীকে!

১ম।। তোদের বাড়ির উল্টো দিকের বস্তিতে থাকে, স্বামী কারখানার ছাঁটাই কর্মী, দুটো বাচ্চা - চিনিস না?

২য়।। হাঁ-হাঁ, মিড-ডে মিলের রান্নার কাজ করে সংসার চালায়।

১ম।। কত টাকা মাসে পায়?

২য়।। বোধহয় হাজার দুয়েক।

১ম।। মাসে ১৫০০ টাকা - সকাল ১০টা থেকে বেলা ৩টে অবধি খেটে।

২য়।। ইস্— কী কষ্ট রে!

১ম।। একই কাজ করে অনেক রাজ্যে পাওয়া যায় ৫০০০-৬০০০ টাকা। অর্থাৎ এখানে ১টা লক্ষ্মী কমপক্ষে ৭টি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের' টাকা জোগাচ্ছে। এই রাজ্যে প্রায় ৫০ হাজার মহিলা এই করে সংসার চালায়। তারমানে ৭৫০০০০ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের' টাকা আসছে এইসব লক্ষ্মীদের থেকে।

২য়।। বলিস কিরে! এতো রীতিমত বঞ্চনা!

১ম।। আরো আছে! তুই তো প্যারাটিচারদের কথা শুনেছিস?

২য়।। ওই যারা আদি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিল, মাইনে বাড়ানোর জন্য বহুদিন ধরে রাস্তায় আন্দোলন করছে।

১ম।। মাসে কত পায় জানিস?

২য়।। হাজার দশেক হবে।

১ম।। একটু বেশি, ১১০০০ টাকা। তাদের দীর্ঘকালীন দাবি, কেন্দ্রের ২৫০০০ আর রাজ্যের ১৫০০০, অর্থাৎ ৪০০০০ টাকার, যা অন্য রাজ্যের প্যারাটিচাররা পাচ্ছেন।

২য়।। ন্যায্য দাবি, কারণ সুপ্রিম কোর্টের রায়— 'সমকাজে সমবেতন', সে চুক্তিবদ্ধ হোক বা স্থায়ী।

১ম।। শুনছে কে! একজন প্যারাটিচারের মাসিক বঞ্চনার পরিমাণ মাত্র ২৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ ৫৮ হাজার 'লক্ষ্মীকে' ৫০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া যাবে।

২য়।। এভাবে তো ভাবিনি!

১ম।। ভাব-ভাব, ভাবা প্র্যাকটিস কর। আরো শুনবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এ রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, সিভিক ভলান্টিয়ার, দমকলকর্মী, কলেজ শিক্ষক, এসএসকে কর্মী, পোস্ট ডক্টরাল ট্রেনি, সকলেই আর্থিক বঞ্চনার শিকার। এমন কি দৈনিক মজুরি এখানে, অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক কম। এই সব আর্থিক বঞ্চনা দূর করলে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেকটাই কমে যেত। প্রকৃত দরিদ্র মানুষকে আরো বেশি আর্থিক সাহায্য করা যেত।

২য়।। কিন্তু, তোরাই তো বলেছিলি 'ন্যূনতম আয়' প্রকল্প চালু করা দরকার।

১ম।। এখনও বলছি দরকার। যার অর্থের প্রয়োজন, তাকে ৫০০-১০০০ টাকা নয়, মাসে ন্যূনতম ৫০০০-৬০০০ টাকা দেওয়া দরকার। ছোট ছোট অনেক প্রকল্প না করে, 'ন্যূনতম আয়' প্রকল্প চালু করতে হবে। এতে অর্থের অপচয় কমবে, দুর্নীতিও কমবে।

২য়।। আমার কবিতাটা একটু একটি পাল্টে দিচ্ছি— 'ধন্য ধন্য ধন্য মাননীয়া / বুদ্ধিতে তুমি অতুলনীয়া!'

১ম।। বুদ্ধি নয়, কুবুদ্ধি বল।

- বিজ্ঞাপন -

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৮ বছর

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

কম খরচে রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধে ৭টা

২) ডঃ বিপ্লব আচার্য এম.এস। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা

৩) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধে ৭টা

৪) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা

৫) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার, ৮টা

৬) ছন্দোলীনা মহামাত্র এম.এ (সাইকোলজি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা

আবেদন ____________

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in